সূচীপত্র

- ভূমিকা ॥ ৫
- আমল না করলে আখেরাতে অনুশোচনা করতে হবে ॥ ৭
- দুনিয়ার বিনিময়েও আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না ॥
- হায়! জিহাদে যদি তাদের সাথী হতাম ॥ ৮
- হায়! যদি দুনিয়ায় আবার যেতে পারতাম ॥ ৯
- হায়! আমার রবের সাথে যদি শরীক না করতাম ॥ ৯
- হায়! আমি যদি পূর্বেই মরে যেতাম ॥ ১০
- হায়! আমি যদি রাসূলের সঙ্গ গ্রহণ করতাম,
  হায়! অমুককে যদি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম ॥ ১১
- হায়! কারুনের মত সম্পদ লোভী কেন হয়েছিলাম ॥ ১১
- হায়! দুনিয়ায় যদি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতাম ॥ ১২
- হায়! আমার জাতি যদি জানত পারত ॥ ১৩
- হায়! শয়তান তেকে দূরে থাকলে কত ভাল হত ॥ ১৩
- হায়! যদি আমলনামা না-ই দেয়া হত ॥ ১৪
- হায়! আগেই যদি কিছু পাঠাতাম ॥ ১৫
- উপসংহার ॥ ১৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম– দয়াময় রাহমানুর রাহীম প্রভু আল্লাহ, পাপাচারের কারণে বিমুখ হয়ে যাওয়া বান্দাদেরকে কাছে টেনে আনার জন্য কুরআন মজিদের অসংখ্য আয়াতে তওবা-ইস্তিগফার করতে বলেছেন। কত বিচিত্র ঢঙে বান্দাকে তার দিকে ফিরে আসার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। কত স্নেহভরা শব্দে, কত মায়া-ময়তার আহ্বানে বান্দাকে পাহাড়সম পাপের বিষয়েও নিরাশ না হয়ে তওবা-ইস্তিগফার করতে বলেছেন।

দুনিয়াতে ভাল আমল করে গেলে কিয়ামতের দিন মানুষ খুশী হবে, আর ভাল আমল না করে গেলে শাস্তি পাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে সূরা কারিয়ায় বলে দিয়েছেন–

"অতৎপর যার ভাল আমলগুরো পাল্লায় ভারী হবে, তার স্থান হবে সুখময় জান্নাতে। আর যার নেক আমলগুলো হালকা হবে (বদ আমলগুলো পাল্লা ভারী হবে) তাকে রাখা হবে হাবিয়া নামক জাহান্নামে। আর হাবিয়া হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড।"

যারা ভাল আমল করে যেতে পারবে না তারা সেখানে গিয়ে আফসোস করে বলবে হায়রে কেন ভাল আমল করে আসলাম না! আল্লাহ তায়ালা জীবন মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন প্রতিযোগিতা করে ভাল কাজ করে যাবার জন্য। তিনি দেখতে চান কে উত্তম আমল করছে। ভাল আমলকারীদের তিনি সুখময় স্থান জান্নাত দিবেন, আর বদ আমলকারীদের যন্ত্রণাময় স্থান জাহান্নামে পাঠাবেন। মানুষ আল্লাহ তায়ালার কাছে গিয়ে আফসোস করে বলবে, আমাকে আবার পাঠিয়ে দিন, ভাল আমল করে আসব।

وَأَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلٰى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ۔

"যে রিযিক আমরা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর এর পূর্বে যে, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে হে আমার রব তুমি আমাকে আরো একটু অবকাশ দিলে না কেন, যখন আমি দান সাদকা করে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।" (৬৩-সূরা মুনাফিকূন : ১০)

যারা ভাল আমল করে যেতে পারবে না তারা সেখানে গিয়ে খুবই অনুশোচনা করবে। তবে সে অনুশোচনাই কোন লাভ হবে না। কুরআন মাজিদে যে কয়টা আয়াতে অনুশোচনা পেশ করা হয়েছে বর্তমান পুস্তিকাটি ঐ কয়টি আয়াতকে কেন্দ্র করেই লিখা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যারাই সহযোগিতা করেছেন তাদেরসহ আমাদের সকলকেই আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতে উত্তম পুরস্কার দান করুন ও অনুশোচনা করতে না হয় এমন আমল করার তৌফিক দিন– আমীন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, ঢাকা

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۔

"উভয়ে বলল, হে আমাদের রব আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছি, এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব।" (৭-সূরা আরাফ : ২৩)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমল না করলে আখেরাতে অনুশোচনা করতে হবে

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে নির্দেশ দিচ্ছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় কর আল্লাহ তায়ালাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে আগামীকালের জন্য সে কী পাঠাচ্ছে, তোমরা ভয় কর আল্লাহ তায়ালাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের আমল সম্পর্কে সকল খবর জানেন।" (৫৯-সূরা হাশর : ১৮)

যারা আল্লাহ তায়ালার কথা কে নির্দেশ হিসেবে মেনে নিয়ে আমল করে যাচ্ছেন তারা সফল, তাদেরকে সেদিন কোন অনুশোচনা করতে হবে না। কিন্তু যারা আল্লাহ তায়ালার কথাকে নির্দেশ হিসেবে মেনে না নিয়ে আমল করছেন না তারা এমন অনুশোচনা করবে যা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার বিনি য়েও আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না

তারা সেদিন দুনি া ও দুনিয়ায় সবকিছুর বিনিময়ে হলেও বাঁচতে চাবে কিন্তু আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না।

** যারা কাফির তারা মর্মান্তিক আযাব থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবী ভর্তি পরিমাণ স্বর্ণ দিতে চাবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ۔